উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ রবিবার ৫.০০ টাকা ২০ পাতা 22 November 2020 Sunday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

FREE REGISTRATION
Register Your Profile NOW!!
Gathbandhan Centre
(A Personalised Matrimonial Service)
90380 00029
Mearchant Square, Ground Floor,OPP Payal Cinema, Sevoke Road,2nd mile,Siliguri-734001

কোহলির না থাকা শাপে বর, যুক্তি সানির

উনিশের পাতায়

কংগ্রেসকে চাপে রাখছে বামেরা

শরিকরাই মাথাব্যথা সিপিএমের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রাজ্যে গদি হারানোর পর সিপিএমের অন্দরে 'শুদ্ধিকরণ' কথাটি বহুল প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। সেই শুদ্ধিকরণের ফলে আদৌ কিছু হয়েছে কি না, তা অতি বড় পার্টি সমর্থকও হলফ করে কিছু বলতে পারবেন না। তবে ক্ষমতা হারানোর পর সাদা চুলের নেতাদের সরিয়ে অনেকাংশেই যুবদের প্রাধান্য দিয়ে বঙ্গ সিপিএম লাভবান হয়েছে বলা চলে। বিজেপির আইটি সেল কটাক্ষ করে অবশ্য বলছে, এখন সিপিএম মানে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। তা বলুক, তবে দীর্ঘদিন বাদে নন্দীগ্রামে ফের পার্টি সম্মেলন করা বা সিঙ্গুর থেকে বিশাল জাঠা বের করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেওয়া– সবেতেই সূর্যকান্ত মিশ্রদের মুখরক্ষা করেছেন দলের ছাত্র–যুবরাই। জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কোনও ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসকদলের থেকে পিছিয়ে ছিল না সিপিএম। বরং কিছু ক্ষেত্রে লাগাতার আন্দোলন করে নজর কেড়েছেন তাঁরা। মোদ্দা কথাটি হল, গত নয় বছরের 'অবসাদ' কাটিয়ে অবশেষে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রাথমিক চেষ্টাটা দেখাতে শুরু করেছে সিপিএম। এক্ষেত্রে তাদের তুরুপের তাস দলের গণ সংগঠনগুলি।

যারা ভেবেছিল গদি হারানোর পর রাজ্যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে সিপিএম, তাদের অঙ্ককে কিছুটা হলেও ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন বিমান বসুরা। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটবাক্স ভরিয়ে নিজেদের নাক কেটে তৃণমূলের যাত্রাভঙ্গ করে ভেলকি দেখিয়েছেন। ছাত্র–যুবদের পাশাপাশি একেবারেই চুপিসারে কৃষক, শ্রমিক, মহিলা সংগঠনও ঢেলে সাজিয়েছেন রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব। এর পাশাপাশি গত কয়েক বছরে তৈরি করেছেন একাধিক 'অরাজনৈতিক' সংগঠন। যেসব সংগঠনের কোনও ঝান্ডা নেই। তবে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন লাল পার্টির নেতারাই। একেবারে অঙ্ক কষে পা ফেলছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির নেতৃত্ব। তবে ভরসা ফেরানোর রাস্তায় হাঁটতে গিয়েও তাঁদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত হওয়া শরিক দলগুলির নানা দাবি। বামফ্রন্ট সূত্রে জানা যাচ্ছে, বিধানসভায় প্রার্থী দেওয়া নিয়ে গোঁ ধরেছে শরিক দলগুলি। জনবল থাক আর না থাক, আগে যে যেখানে প্রার্থী দিত সেখানেই প্রার্থী দেবে বলে বায়না ধরেছে। আর তাতে বেজায় চটেছে সিপিএমের নতুন প্রজন্ম। চটারই কথা।

এরপর ষোলোর পাতায়

ঘর গোছানোয় মন দিন, কংগ্রেসকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : বিহারের ব্যর্থতার জের পড়ল বঙ্গের বাম–কংগ্রেস জোটের সমীকরণেও। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সিলমোহর পড়ার পর রাজ্যে বাম–কংগ্রেস নির্বাচনি সমঝোতার পথ প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু বিহারে কংগ্রেস যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং তাদের ব্যর্থতার কারণে বিরোধী মহাজোটের হাত থেকে পাটনার মসনদ ফসকেছে, তাতে শতাব্দীপ্রাচীন রাজনৈতিক দলকে কড়া বার্তা পাঠিয়েছে বামেরা। সিপিএম, সিপিআইয়ের দলীয় মুখপত্রে সারাদেশে কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি সাংগঠনিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত আসনে প্রার্থী দেওয়ার বিরোধিতা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে গান্ধি–নেহরুবাদী আদর্শ থেকে পিছু হটা নিয়েও কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছে বামেরা। বিহারে নির্বাচনি ব্যর্থতার পর ইতিমধ্যে দলের অন্দরে বিক্ষুব্ধ বলে পরিচিত কপিল সিবাল কংগ্রেসকে আদৌ বিজেপির বিকল্প বলে ভাবা যায় কি না সে প্রসঙ্গ উসকে দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বকেও নিশানা করেছেন সিবাল। তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে জোর চাপানউতোর শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আরজেডি নেতা শিবানন্দ তিওয়ারিও। এবার বামেরাও সরব হওয়ায় কংগ্রেস কার্যত সমমনোভাবাপন্ন বিজেপি বিরোধী দলগুলির চোখে খলনায়কে পরিণত হয়েছে।

বিহারে ৭০টি আসনে লড়ে মাত্র ১৯টিতে জয়ী হওয়া নিয়ে সিপিআইয়ের মুখপত্র নিউ এজের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'শতাব্দীপ্রাচীন দলটি যদি একটু বাস্তববাদী হত, তাহলে বিহারের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, মহাজোটের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের তরফে যে জবাব দেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত হতাশাজনক। এখনও পর্যন্ত তারা হারের কারণ খুঁজে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি মেরামত করার কোনও চেষ্টাই করেনি।'

এরপর ষোলোর পাতায়

সন্তান লাভের এক মাত্র ঠিকানা
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
IVF | IUI | ICSI
SURROGACY
সেবক রোড, শিলিগুড়ি / 740 740 0333

মাঠে নামছেন সাংসদরা

একুশে বাংলা দখলের লক্ষ্যে মরিয়া বিজেপি

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

২১ নভেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখছে আরএসএস। এই কৌশলে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আরএসএস–ঘনিষ্ঠ বিজেপির শীর্ষ নেতারা। তারই অংশ হিসাবে দলীয় সাংসদদের প্রত্যেকটি মণ্ডলে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) বিএন সন্তোষ। শুধু যাওয়ার কথা বলা নয়, সাসংদদের চলতি মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি মণ্ডলে যাওয়ার নির্দেশ এবং মণ্ডলগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আরও বলা হয়েছে, সাংসদদের নিজের এলাকার সাতটি করে বিধানসভা কেন্দ্রেই রাত কাটাতে হবে। এককথায়, দলের হয়ে জনসংযোগের গুরুদায়িত্ব সাংসদদের কাঁধে পড়ছে। শনিবার শিলিগুড়িতে বিস্তারকদের প্রশিক্ষণেও উপস্থিত ছিলেন সংঘ–ঘনিষ্ঠ দলের তরফে রাজ্যের সহ পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন এবং রাজ্য কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) কিশোর বর্মন। এদিনই বিধানসভাভিত্তিক বিস্তারক বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আরএসএস–ঘনিষ্ঠদের বিস্তারক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। বিস্তারকরা নিজের কেন্দ্র যাবেন ২৫ নভেম্বর কলকাতায় শপথগ্রহণের পর।

দিল্লিতে অহেতুক পড়ে থাকার দরকার নেই। ঘরে বা দলীয় কার্যালয়ে বসে থাকাও চলবে না। রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে দলীয় সাংসদদের মাঠে নামাচ্ছে বিজেপি। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিজের লোকসভার মধ্যে থাকা প্রত্যেকটি মণ্ডল কভার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে প্রত্যেক মণ্ডলের সঙ্গে নেটওয়ার্ক থাকা বা যাওয়ার কথা বললেও কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিপাকে পড়েছেন অধিকাংশ সাংসদই। কেননা প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্রে মণ্ডল রয়েছে প্রায় ৩০টি। অথচ হাতে ১০ দিনের বেশি সময় নেই। অর্থাৎ প্রত্যেকদিন অন্তত তিনটি করে মণ্ডলে তাঁদের যেতেই হবে।

শিলিগুড়িতে বিধানসভা বিস্তারক কর্মশালায় বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। –সংবাদচিত্র

শুধু যাওয়া নয়, বিধানসভা নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত করতে মণ্ডলগুলির সঙ্গে বৈঠক করে এলাকায় সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে, লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে ভোটারদের মানসিকতার কোনও পরিবর্তন ঘটেছে কি না, ঘটে থাকলে তা কী ধরনের, সে সব জেনে নিতে হবে সাংসদকে। এই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে নির্দেশ দেবেন, সেইমতো পদক্ষেপ করতে হবে সাংসদদেরই।

মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'সারাবছরই মণ্ডলগুলির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। এখন লক্ষ্য যখন তৃণমূলকে উৎখাত করা, তখন আরও বেশি কাজ করে যাব।' উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মণ্ডল রয়েছে ২৮টি। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মণ্ডল রয়েছে ২৪টি। প্রত্যেকটি মণ্ডল তিনি এই কয়েকদিনের মধ্যে কভার করে ফেলবেন দাবি করে এখানকার সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দলকে রাজ্যের ক্ষমতায় আনতে গেলে পরিশ্রম করতেই হবে। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং

এরপর ষোলোর পাতায়

এমপি'র হোমটাস্ক

- চলতি মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি মণ্ডলে যেতে হবে
- মণ্ডলগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে
- নিজের এলাকার সাতটি করে বিধানসভা কেন্দ্রেই রাত কাটাতে হবে
- রিপোর্টে জানাতে হবে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে

মহানন্দার ভাঙা রেলিং সারানো নিয়ে সংশয়

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : কলকাতায় সুভাষ সরোবর আর রবীন্দ্র সরোবরে যদি ছটপুজো বন্ধ করা যায় তাহলে মহানন্দায় তা করা যায় না কেন? সেখানে যদি পুলিশ ও প্রশাসন দূষণরোধে কড়া হতে পারে তাহলে শিলিগুড়িতে সেটা হয় না কেন? সেখানে যদি রাজনৈতিক দলগুলি পরিবেশ আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে পারে, এখানে তা নিয়ে এত রাজনীতি কেন? ছটপুজোর পরদিন শিলিগুড়িতে মহানন্দার এমন হাল দেখে শহরের আনাচে–কানাচে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদী ইতিমধ্যেই দূষিত নদীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। খাটাল, দখলদারির আগ্রাসনে ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকা নদীটিকে বাঁচাতে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এরপরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। দখলদারির সঙ্গেই গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নদীতে আবর্জনা, পুজোর সামগ্রী ফেলা প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছটপুজোর পরে নদীর অবস্থা দেখে আঁতকে উঠছেন অনেকে। এই দূষণ রোধ করতেই গ্রিন বেঞ্চের নির্দেশমতো গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছিল। মহানন্দার তীর বরাবর পুরনিগম রেলিং তৈরি করেছিল। কিন্তু ছটপুজোর আগে রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের অতিসক্রিয়তার জন্যই রেলিংয়ের চারটি জায়গা ভাঙতে হয়েছে।

পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'রেলিংয়ের চারটি জায়গা ভাঙতে আমরা বাধ্য হয়েছি। পুজো নিয়ে মান–অভিমানের পাশাপাশি রাজনীতি যাতে না হয়, সেজন্যই বাধ্য হয়েছি। তবে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা যা করলেন তাতে রেলিংয়ের ভাঙা অংশগুলির সংস্কারের বিষয়টি ভেবে দেখব।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার বলেন, 'অশোকবাবু কী করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমরা প্রথম থেকেই রেলিংয়ের জায়গায় গেটের দাবি করে আসছি। উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। আমরা এ সমস্ত বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। উনিই রাজনীতি করছেন।'

সূর্য ওঠার সঙ্গেই ছটপুজো শেষ হয়েছে। পুজো শেষ হলেও এখনও শহরের বেশ কিছু ঘাট অপরিষ্কার হয়ে পড়ে রয়েছে। মহানন্দা, পঞ্চনই, মহিষমারি নদী সহ শহরের আশপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অন্য নদীতে ফুল, বেলপাতা ভেসে বেড়াচ্ছে। গত কয়েকদিনের ঘটনায় গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় মহানন্দা নদীর পাড় বরাবর রেলিংয়ের ভাঙা চারটি জায়গা সংস্কার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেলিংয়ের চারটি জায়গা ভাঙা হলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতা রেলিংয়ের ১০টি জায়গা ভাঙার সঙ্গে নদীতে করা নো–এন্ট্রি জোন সরানোরও দাবি করেছিলেন। নিরাপত্তার কারণে ওই দাবি মেনে নেয়নি প্রশাসন। ভাঙা অংশগুলিকে কেন্দ্র করে দুটি ঘাট হলেও রেলিংয়ের বাকি অংশে পুণ্যার্থীরা পুজো করেননি। তাঁরা অন্যত্র পুজো করেছেন।

শহরের বাসিন্দা প্রশান্ত দাস বলছিলেন, 'মহানন্দা নদী বরাবরই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক নেতাদের যদি সত্যিই সদিচ্ছা থাকত তাহলে মহানন্দা দূষিত নদীর তালিকায় জায়গা করে নিত না।' মহানন্দা বাঁচাও কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না আগরওয়াল বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই রেলিং ভাঙার বিরোধিতা করে এসেছি কারণ ওই জায়গা ছাড়াও অন্য অংশে পুজোর জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল। রেলিং ভাঙা হলেও পুজো কিন্তু ওখানে করা হয়নি। পুরনিগম থেকে আমাকে মৌখিকভাবে বলা হয়েছিল যে রেলিংয়র ভাঙা অংশ ঠিক করে দেওয়া হবে। না হলে আমরা পুরনিগমে ধর্নায় বসতে বাধ্য হব।'

ছটের পর পুজোর সামগ্রী ভাসছে মহানন্দায়। ছবি : তপন দাস

পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি দুষ্কৃতীদের

ইসলামপুর, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার রাতে ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া এবং কাচনার মাঝে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীদের কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ইসলামপুর জেলা পুলিশ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার শচীন মক্করকে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে তাঁকে মেসেজ করা হলে তিনি উত্তর দেননি। তবে তৃণমূল পরিচালিত উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ফারহাত বানুর স্বামী এবং দলের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য জাভেদ আখতার পুলিশকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীদের গুলি চালানোর ঘটনার কথা জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের
৪০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে
এই প্রথম রংদার রোববার–এর
পাতায় বারো ইয়ারি উপন্যাস
বজ্রমানিক
সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য–র কলমে
আজ অষ্টম পর্ব

তিনি ঘটনার পর এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন সূত্র এবং জাভেদ সাহেবের দেওয়া তথ্য অনুসারে, শুক্রবার রাতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া গুঞ্জরিয়া এবং কাচনার মাঝে পুলিশের একটি গাড়ি নজরদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় দুজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে তাদের দিকে এগোতেই অন্ধকার থেকে আরও কয়েকজন দুষ্কৃতী বেরিয়ে আসে। পুলিশ বিষয়টি আঁচ করার আগেই ওই দুষ্কৃতীরা কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার জেরে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি জাভেদ সাহেবের জেলা পরিষদ নির্বাচনি ক্ষেত্র। রাতে ঘটনার পর তিনি বিষয়টি জানতে পারেন। তবে, এই বিষয়ে পুলিশের তরফে মুখে কুলুপ এঁটে থাকার কারণ নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

জাভেদ সাহেব জানিয়েছেন, পুলিশের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীর হাত রয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে, এই অপরাধচক্রের পান্ডারা বহিরাগত। বিহার লাগোয়া এলাকা হওয়ায় দুষ্কৃতীদের অপারেট করতে সুবিধা হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, মূলত ছিনতাইচক্র এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলেই স্থানীয়ভাবে জানতে পারছি। জাভেদ সাহেব বলেন, 'আমি রাতেই পুলিশের ওপর গুলি চালানোর ঘটনা শুনেছি। শনিবার আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের মুখেই শুনেছি চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চলেছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

সরকারি জমি থেকে দখল হটাল পুলিশ

বাতাসির ভোগভিটায় সরকারি জমি দখল।

খড়িবাড়ি, ২১ নভেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি এলাকায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠল। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের জন্য সংরক্ষিত জমিও দখলের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, স্থানীয় কিছু যুবকের সহযোগিতায় শুক্রবার বাতাসির শুকারুজোত এলাকায় এক ব্যক্তি প্রায় ছ'বিঘা জমিতে টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দখল করেন। ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করে ওই জমি দখল করা হয় বলে অভিযোগ। খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে পুলিশ গিয়ে ওই জমি দখলমুক্ত করে। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

এতদিন পানিট্যাঙ্কি ও বাতাসি এলাকার দুটি চা বাগানের সরকারি লিজের জমি মাফিয়ারা চা বাগান মালিকের কাছ থেকে কমদামে বেআইনিভাবে কিনে চড়া দামে বিক্রি করেছে। এবার জমি মাফিয়াদের নজর পড়েছে সরকারি খাস জমির দিকে। সূত্রের খবর, বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাসির ভোগভিটা এলাকায় প্রায় ১৫০ বিঘা সরকারি খাস জমি ছিল। ১৯৬২ সালের ইন্দো–চিন এবং ১৯৭১ সালের ইন্দো–পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানদের বাড়ি ও চাষবাসের জন্য সরকার থেকে ১০ জনকে ১৯৭৩–'৭৪ সালে সাড়ে ছ'বিঘা করে জমি দেওয়া হয়। সেই সময় এলাকাটি জঙ্গল ছিল। ওই ১০ জন সেনার মধ্যে মাত্র চারজন ওই জমিতে বসবাস শুরু করেন। বাকি জমি দীর্ঘদিন থেকে পড়ে রয়েছে। মাফিয়াদের নজরে এখন পড়ে থাকা ওই জমি। ১৯৯৯ সালে খড়িবাড়ি ব্লকের অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানরা নিজেদের বাসস্থানের জন্য খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তরে জমির আবেদন করেন। ২০০২ সালে দপ্তর থেকে ভোগভিটা মৌজার (জেএল নম্বর ৪৪) ৬৪, ৬৬ ও ৭৪ দাগ নম্বরের জমি থেকে এলাকার ২০ জন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে ০.৮ একর করে জমির পাট্টা প্রদান করা হয়। কিন্তু এযাবৎ ওই সেনা জওয়ানদের জমিগুলো ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর

এরপর ষোলোর পাতায়

নজরকাড়া

কোভ্যাকসিনের ট্রায়াল বাংলায়

পনেরোর পাতায়

সৌগতকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন অর্জুন

সতেরোর পাতায়

সক্রিয় হচ্ছেন শোভন, ইঙ্গিত বৈশাখীর

সতেরোর পাতায়

উত্তরে ট্রেন চালানো নিয়ে দায় রাজ্যকে ঠেলেছে রেল

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২১ নভেম্বর : কলকাতায় লোকাল ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে এখনও লোকাল বা প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবা চালু হয়নি। কবে হবে তার উত্তরও কারও কাছে নেই। এদিকে, কবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু হবে তা জানতে চেয়ে উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর ও বিভিন্ন ডিভিশন অফিসে টুইট ও মেল করছেন যাত্রীরা। তার উত্তরে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ট্রেন চালানো নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, রেল কি তাহলে ট্রেন চালু করার দায় চাপাচ্ছে রাজ্যের ওপর। বিষয়টি নিয়ে বড়সড়ো বির্তক দেখা দিয়েছে।

গোটা উত্তরবঙ্গ, অসম ও বিহারের একটি অংশে প্যাসেঞ্জার ট্রেন, ডিইএমইউ এবং ইন্টারসিটি চলাচল আবার শুরু করার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, কাটিহার, সহ মালিগাঁওতে একাধিক টুইট, মেল করে সব ধরনের রেলযাত্রীরা তাঁদের প্রয়োজনের কথা বলছেন। তবে আশার আলো এখনও কিছু নেই। এদিকে, এই পরিষেবা চালু কবে হবে, তা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছে।

উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ বলেন, 'যে এলাকা দিয়ে ট্রেন যাবে সেখানে ট্রেন চালানো শুরু করতে সেখানকার রাজ্য সরকারের অনুমতি আগে লাগবে। তাদের কাছে অনুমতি নেই তাই প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলছে না। কারণ সেখানকার লকডাউন, আনলকে শিথিলতা, কী খুলবে, কী চলবে–না চলবে তা সবটাই প্রশাসন ও সরকার ঠিক করে। এটা আমাদের হাতে নেই। তারা পরিষেবা চালু করতে চাইলে বৈঠক করে সেটা করা হবে। রেল প্রস্তুত।'

এর আগে লোকাল চালাতে সাউথ ইস্টার্ন ও ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে রাজ্যের বৈঠক হয়েছে। সেখানে ডাকা হয়নি উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলকে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে ট্রেন পরিষেবা চালু হলেও গঙ্গার এপারে লোকাল ট্রেন চলছে না। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ ও বিহারের একটি অংশ সহ অসম এবং উত্তর–পূর্বের অন্য রাজ্যগুলিতে।

এরপর ষোলোর পাতায়

এনএফআর–এর কথা

- উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের পাঁচটি ডিভিশন– কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙ্গিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়া
- আগে প্রতিদিন ৮৭ জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলত
- ৬১ জোড়া ডিইএমইউ ট্রেন চলত
- যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ ৪৪ হাজার
- প্রতিদিন টিকিট বিক্রি হত প্রায় ১ কোটি টাকার

> যে এলাকা দিয়ে ট্রেন যাবে সেখানে ট্রেন চালানো শুরু করতে সেখানকার রাজ্য সরকারের অনুমতি আগে লাগবে। কারণ সেখানকার লকডাউন, আনলকে শিথিলতা, কী খুলবে, কী চলবে–না চলবে তা সবটাই প্রশাসন ও সরকার ঠিক করে। এটা আমাদের হাতে নেই। তারা পরিষেবা চালু করতে চাইলে বৈঠক করা হবে।
>
> **শুভানন চন্দ**
> মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, এনএফআর